প্রেস রিলিজ

BANGLADESH HEALTH WATCH

বাংলাদেশ হেল্‌থ ওয়াচ, ঢাকা, ২০ জুলাই ২০২০:

চলমান কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশ হেল্‌থ ওয়াচ কেরালা (ইন্ডিয়া), থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম এর কোভিড-১৯ সাফল্য শীর্ষক একটি অনলাইন ভিত্তিক সভা ২০ জুলাই ২০২০ আয়োজন করে।

অনলাইন এই আলোচনায় থাইল্যান্ড থেকে ডা. ত্রান মাই ওয়ানহ্, ভিয়েতনাম থেকে ডা. চাউইটসান নামওয়াট্ এবং ইন্ডিয়া কেরালা রাজ্য থেকে ডা. কে আর থানকাপান কোভিড-১৯ মোকাবেলায় তাদের নিজ নিজ দেশের সাফল্য এবং বর্তমান অবস্থার সার্বিক দিক তুলে ধরেন।

ভারতের কেরালা রাজ্য থেকে ডা. কে আর থানকাপান বলেন, তাদের সার্বিক সফলতা অর্জনের মূল চালিকা শক্তি ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলা, সবার জন্য মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা। কেউ মাস্কবিহীন অবস্থায় বের হলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শুরু থেকেই তারা সকল হাসপাতালে কোভিড নিয়ন্ত্রণে সকল সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করে। কোভিড সংক্রমণে যাদের ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছে তাদের হোম কোয়ারেন্টিন কঠোভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও তাদের সফলতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি (পঞ্চায়েত) ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি কার্যকরী সমন্বয় স্থাপন। এক্ষেত্রে লকডাউনের সময় খাবারের প্রয়োজনে মানুষের ঘরের বাইরে বের হওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে 'কমিউনিটি কিচেন' এর মাধ্যমে রান্না করা খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

দেশে ফেরত প্রবাসীদেরকে ১৪ দিনের হোটেল কেয়ারেন্টাইন এবং দুই বার পিসিআর পরীক্ষা নিশ্চিত করেছে থাইল্যান্ডে। লকডাউনের সময় রাত ১১টা থেকে ভোর ৪ টা পর্যন্ত কারফিউ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং জনসমাগমের প্রতি নিষেধাজ্ঞা, আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা এবং আন্ত:প্রদেশ চলাচলে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

ভিয়েতনাম এর সফলতার আলোচনায় ডা. চাউইটসান নাম ওয়াট বলেন, তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা ফার্মেসি এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয় স্থাপন করেছে। এক্ষেত্রে সাধারণ জ্বও, সর্দি, কাশি কিংবা কোভিড উপসর্গ নিয়ে ফার্মেসি থেকে কেউ ঔষধ কিনলে সেই তথ্যগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সরকারকে অবহিত করেছে। মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি তারা নিশ্চিত করেছে। ভয় এবং স্টিগমার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সকাল ৬টার সময় মোবাইল ফোনে কোভিড সংক্রান্ত তথ্য জনগণের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়া তিনটি দেশই জানুয়ারি থেকে কোভিড মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। সরকার এবং রাজনীতিবিদরা কোভিড মোকাবেলায় একসাথে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করেছে এবং তাদের কাজে স্থানীয় জনগণ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করেছে। সরকার কর্তৃক জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, রোগতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ এবং সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও সার্ভাইলেন্স সিস্টেমকে ব্যবহার করে এই মহামারী মোকাবেলায় সফল হয়েছে।

সভায় জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, দাতাসংস্থা, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনলাইন আলোচনার সঞ্চালক ও বাংলাদেশ হেল্‌থ ওয়াচ এর আহ্বায়ক ড. মুশতাক রেজা চৌধুরী বলেন, কোভিড মোকাবেলায় প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। আজকের এই আলোচনা থেকে কোভিড মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের অনেক কিছু শেখার আছে।

বাংলাদেশ হেল্‌থ ওয়াচ একটি নাগরিক উদ্যোগ হিসেবে তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যনীতি পর্যালোচনা এবং জনগণের মতামত নিয়ে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহি উন্নয়নে কাজ করছে।

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ

৬৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, ৫ম তলা, আইসিডিডিআর,বি ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ

ফোন: ৮৮০-২-৯৮২৭৫০১-৪, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৫৮৮১০৩৮৩, ইমেইল: bhw@bracu.ac.bd, ওয়েব: bangladeshhealthwatch.org

প্রেস রিলিজ

BANGLADESH
HEALTH WATCH

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ
৬৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, ৫ম তলা, আইসিডিডিআর,বি ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৯৮২৭৫০১-৪, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৫৮৮১০৩৮৩, ইমেইল: bhw@bracu.ac.bd, ওয়েব: bangladeshhealthwatch.org